সংবাদ

তারিখ 20 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ৩ দিন অবরুদ্ধ

নিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুরউন নবীকে প্রশাসনিক ভবনে তার কক্ষে গতকাল পর্যন্ত তৃতীয় দিনের মতো অবরুদ্ধ করে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব স্তরের শিক্ষক। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের ক্লাস আর পরীক্ষা বর্জন এবং প্রশাসনিক ভবন অবরুদ্ধ থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকাণ্ড পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের একটাই দাবি তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করা পর্যন্ত উপাচার্যকে তার কক্ষ থেকে বের হতে দেয়া হবে না। শিক্ষকরা উপাচার্যের কক্ষের সামনে অবস্থান নিয়ে গত মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে বৃহস্পতিবার এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (সন্ধ্যা ৬টা) তৃতীয় দিনের মতো তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

এদিকে গত বুধবার রাতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের মধ্যে ৩ শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ, ড. আশরাফুল এবং ড. সেলিমুর রহমান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের গভীর রাতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে গতকাল ভোরে তারা আবারও হাসপাতাল থেকে

রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে ফিরে আন্দোলনে অংশ নেয়।

অন্যদিকে গতকাল দুপুরে আকস্মিকভাবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর-উন নবী তার কক্ষে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসক এসে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করলে বিকেলের দিকে তিনি সুস্থ হন। তবে ৩ দিন ধরে কক্ষে বসে থাকতে থাকতে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে।

৩ দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়লেও এ অচলাবস্থা অবসানের জন্য এখন পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে। যদিও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতির কাছে তার সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করে জরুরি ফ্যাক্স বার্তা প্রেরণ করেছে। রাষ্ট্রপতির দফতর থেকেও এখন পর্যন্ত অচলাবস্থা নিরসনের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি।

শিক্ষকদের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২ জন শিক্ষকদের মধ্যে সবাই বিগত ৫ মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না। এমনকি তাদের ঈদ বোনাস পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি। ফলে বেতন না পাওয়ায় পরিবার পরিজন নিয়ে দুর্বিসহ জীবনযাপন করছেন তারা। শিক্ষকদের আরও অভিযোগ, দেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৫ মাস ধরে বেতন পান না এমন নজির শুধু রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ব্যাপারে উপাচার্যকে অনেকবার বলেও কোন কাজ হয়নি। বরং তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বার বার তারিখ দিয়েও বেতনভাতা প্রদান করছেন না। অথচ ইউজিসি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়ার পরেও তাদের বেতন দেয়া হচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের একটাই দাবি উপাচার্যকে শিক্ষকদের সব বকেয়া বেতন পরিশোধ করেই তার কক্ষ থেকে বের হতে হবে। অন্যথায় তাকে এভাবেই অবরুদ্ধ থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে শিক্ষকরা উপাচার্যকে প্রশাসনিক ভবনে তার কক্ষে অবরুদ্ধ করে রেখে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।